ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 079 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭৯ ● কলকাতা ● ০৮ চৈত্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৩ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গভীর রাতে সশস্ত্র দুষ্কৃতীর তাণ্ডব, হেদিয়ায় অবরুদ্ধ পরিবার— প্রাণনাশের আশঙ্কায় নিরাপত্তা প্রার্থনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়া গ্রামে ভোটের আগমুহূর্তে চরম আতঙ্কের আবহ। গভীর রাতে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের দাপটে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল এক পরিবার। অভিযোগ, শনিবার রাত প্রায় ১টা নাগাদ গ্রামবাসী মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে আচমকাই হানা দেয় একদল দুষ্কৃতী। তাদের হাতে ছিল বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অধিকাংশই মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং বাড়ি ঘিরে ফেলে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে, ভোর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলতে থাকে এই ত্রাসের রাজত্ব। বাড়িতে ভাঙচুর, লুটপাটের চেষ্টা তো বটেই, পাশাপাশি মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন আক্রান্ত পরিবার। এলাকায় ছড়িয়েছে ভয়ের বাতাবরণ। স্থানীয়দের একাংশ ঘটনার সাক্ষী থাকলেও দুষ্কৃতীদের ভয়ে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি নন। অভিযোগ আরও গুরুতর—এর আগেও একাধিকবার জীবনতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কার্যত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে দুষ্কৃতীদের দাপট দিন দিন বেড়েই চলেছে বলে দাবি আক্রান্তের। তার অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় থেকেই এই সন্ত্রাস চলছে, যার জেরে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ভোটের মুখে এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই গ্রামবাংলায় কেন বাড়ছে সন্ত্রাসের অভিযোগ? কোথায় পুলিশের সক্রিয়তা? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে হেদিয়া-সহ আশপাশের এলাকায়। মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন। তার দাবি, দ্রুত পুলিশি সুরক্ষা, দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। না হলে যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা তার। যদিও গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া মেলেনি, আর সেই নীরবতাই আরও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে এলাকায়।

পর্ব 238

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এক গায়ক বা এক বাদক যদি নিজের গুরুর থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, সমর্পণের সঙ্গে বিদ্যা গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে, তবেই সে শ্রোতার আত্মা পর্যন্ত গান বা বাজনা পৌঁছাতে

ক্রমশঃ

ভোটের দিন যে সব পরিষেবা দিতেই হবে ভোটারদের, তালিকা দিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। বারংবার তাঁদের সেই কথাই বলতে শোনা গিয়েছে। এবার ভোটারদের জন্য সঠিক পরিষেবা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। বলা হয়েছে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের জন্য পরিষেবা রাখতে হবে।পাশাপাশি ভোট দিতে যাওয়ার সময় ভোটাররা ভূতের বাইরে ফোন জমা রেখে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। বয়স খুব ভোটারদের কথা চিন্তা করে পোলিং স্টেশন রাখতে হবে একতলায়। এখানেই শেষ নয় তাদের কথা চিন্তা করে প্রতি বুথে হুইল চেয়ার এবং র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ভোটকেন্দ্রে যাঁরা অসুস্থ আসবেন বা বয়স্ক আসবেন, তাঁদের বেশি হাঁটাহাটি বা দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। তাঁদের জন্য বসার ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে। বলা হয়েছে এই নূন্যতম বিষয়গুলো প্রতিটি বুথেই রাখতে হবে।সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

রবিবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নির্দেশিকা দিয়েছে কমিশন। রবিবার প্রকাশিত এক প্রেস নোটে কমিশন জানিয়েছে, দেশের মোট ২ লক্ষ ১৮হাজার ৮০৭টি ভোটকেন্দ্রে নূন্যতম পরিষেবা বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনেই কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল প্রতিটি বুথে পানীয় জল, শৌচালয়, পর্যাপ্ত আলো, বসার বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটাররা এসে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলে জল পিপাসা পেতে পারে। তাঁদের জন্য ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি শৌচালয়, পর্যাপ্ত আলো প্রয়োজন। এই নূন্যতম চাহিদাগুলো ভোটকেন্দ্রে রাখতে হবে।

ভোটারদের হুমকি দিলেই সাসপেন্ড! আর কী কী ব্যবস্থা কমিশনের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রাজ্য মুড়ে ভোট করাতে চায় কমিশন। নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে CEO দফতরে প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছে দফায় দফায় বৈঠক। রবিবার দুপুরেও বাহিনী মোতায়েন নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও বুথে ওয়েবকাস্টিং আধঘণ্টার বেশি বন্ধ থাকলেই সেখানে হবে পুনর্নির্বাচন।সূত্রের খবর, শুক্রবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছে কমিশন। বলা হয়েছে, ভোটারদের হুমকি দেওয়া বা ভোট দিতে আটকানোর মতো অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দেওয়া বা সাসপেন্ডও করা হতে পারে।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের আওতায় কঠোরতম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন। সেকথাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে এসে গেছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী! চলছে টহলদারি। এই মুহূর্তে রাজ্যে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ধাপে ধাপে আসতে চলেছে আরও ২ হাজার কোম্পানি। সেই হিসেব অনুযায়ী, ভোটে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের সংখ্যা পৌঁছতে পারে আড়াই লক্ষে!

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে শুরু করে খোলনলচে বদলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রেক্ষাপটে বুধবার রাজ্য পুলিশের DG, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ADG আইনশৃঙ্খলা, পুলিশের নোডাল অফিসার, কেন্দ্রীয় বাহিনী কোয়ার্ডিনেটর-সহ ভোটের কাজে যুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে জেলাশাসক অর্থাৎ জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের মধ্যে একটা 'ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম' তৈরির কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে বিভিন্ন এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বে থাকা জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং পুলিশ। এই 'ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম' ২৪ ঘণ্টা

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে এবার তৈরি হল জয়েন্ট ডেপ্লয়েমেন্ট কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এ ছাড়াও ইস্তেহারও প্রকাশ করে ফেলেছে তৃণমূল। এ ছাড়াও রাজ্যে আসতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যেই ভোটের কারণে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যেই এসে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগামীতে আরও বাহিনী আসতে চলেছে।এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে বিভিন্ন এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বে থাকা জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং পুলিশ। এই 'ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম' ২৪ ঘণ্টা কাজ করবে। এবার ১০০ শতাংশ বুথেই থাকছে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা। বুথের বাইরেও চলবে নজরদারি। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে ড্রোন। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে ৮০ হাজার ৭১৯টি বুথের ভিতর ও বাইরে মিলিয়ে ২ লক্ষ সিসি ক্যামেরা ও ওয়েবক্যামে চলবে নজরদারি। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও বুথে ওয়েবকাস্টিং আধঘণ্টার বেশি বন্ধ থাকলেই সেখানে পুনর্নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি FST ও QRT গাড়িতে ৩৬০ ডিগ্রি PTZ ক্যামেরা-সহ লাইভ স্ট্রিমিং চলবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দেওয়া হবে বডি ক্যামেরা। সব ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ থাকবে কমিশনের কন্ট্রোল রুমে। ফলে, কলকাতা

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভোটারদের হুমকি দিলেই সাসপেন্ড! আর কী কী ব্যবস্থা কমিশনের?

কাজ করবে।

এবার ১০০ শতাংশ বুথেই থাকছে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা। বুথের বাইরেও চলবে নজরদারি। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে ড্রোন। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে ৮০ হাজার ৭১৯টি বুথের ভিতর ও বাইরে মিলিয়ে ২ লক্ষ সিসি ক্যামেরা ও ওয়েবক্যামে চলবে নজরদারি। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও বুথে ওয়েবকাস্টিং আধঘণ্টার বেশি বন্ধ থাকলেই সেখানে পুনর্নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি FST ও QRT গাড়িতে ৩৬০ ডিগ্রি PTZ ক্যামেরা-সহ লাইভ স্ট্রিমিং চলবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দেওয়া হবে বডি ক্যামেরা। সব ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ থাকবে কমিশনের কন্ট্রোল রুমে।

(২ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে এবার তৈরি হল জয়েন্ট ডেপ্লয়েমেন্ট কমিটি

ও গোটা পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে বলেই আশাবাদী বিশেষজ্ঞ মহল। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে রাজ্যে। আগামী ৩১ মার্চের আগেই রাজ্যে চলে আসবে আরও ৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

আর এবার নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে জয়েন্ট ডেপ্লয়েমেন্ট কমিটি তৈরি হয়েছে। এই জয়েন্ট ডেপ্লয়েমেন্ট কমিটি তৈরি করেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। জানা গিয়েছে আগামিকাল দুপুরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বৈঠকে বসবে এই কমিটি। সেখানেই এই কমিটি ঠিক করবে কোথায় কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কীভাবে বাহিনী কাজ করবে।

এই কমিটিতে রয়েছেন স্পেশাল অবজার্ভার এন কে মিশ্র, রাজ্য পুলিশের নোডল অফিসার আনন্দ কুমার। এ ছাড়াও এই কমিটিতে রয়েছেন Central Reserve Police Force - এর IG ও স্টেট ফোর্স কো - অর্ডিনেটর শলভ মাথুর। এ ছাড়াও এই জয়েন্ট ডেপ্লয়েমেন্ট কমিটিতে রয়েছেন স্টেটCentral Armed Police Forces কো অর্ডিনেটর গৌরব শর্মাও।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এই কমিটির সঙ্গে বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল নিজে। এ ছাড়াও থাকবেন স্পেশাল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত।

সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচন ২০২৬: সকল ভোটকেন্দ্রে নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা ও ভোটার সহায়তা প্রদান করা হবে

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ২০২৬

১. ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আসাম, কেরালা, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাগুলোর সাধারণ নির্বাচন এবং ৬টি রাজ্যের উপ-নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।

২. ইসিআই সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) নির্দেশ দিয়েছে যেন মোট ২,১৮,৮০৭টি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটিতেই 'নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা' (এএমএফ) এবং নির্বাচনের দিন ভোটারদের সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

৩. এই 'নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা'-র (এএমএফ) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো—পানীয় জল, ছায়াযুক্ত অপেক্ষাগার, জলের সুবিধাসহ শৌচাগার, পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা, দিব্যাঙ্গ ভোটারদের (পিডব্লিউডি) জন্য সঠিক ঢালযুক্ত র‍্যাম্প, ভোটদানের জন্য একটি মানসম্মত প্রকোষ্ঠ এবং যথাযথ নির্দেশিকা বা সাইনেজ। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের আরও অনুরোধ

এরপর ৬ পাতায়

গোসাবায় রুদ্ধশ্বাস দ্বৈরথ: বিকর্ণ বনাম সুব্রত, ৪ মে-ই রায় দেবে জনতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোসাবায় বিধানসভা ভোট ঘিরে ক্রমশ চড়ছে উত্তাপ, সুন্দরবনের এই জনপদ এখন কার্যত রাজ্যের অন্যতম হটস্পট। নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ভোটের আশ্বাস দিলেও মাটির চিত্র ভিন্ন—গ্রামবাংলার পথে পথে চাপা উত্তেজনা, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁচ স্পষ্ট। এই আবহে গোসাবা কেন্দ্রে মুখোমুখি বিজেপির বিকর্ণ নস্কর ও তৃণমূল কংগ্রেসের সুব্রত। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুত্বের লড়াকু মুখ হিসেবে পরিচিত বিকর্ণ নস্কর, একাধিকবার প্রাণনাশের মুখ থেকে ফিরে এসে এবার আরও আগ্রাসী ভঙ্গিতে ময়দানে নেমেছেন বলে দাবি তাঁর অনুগামীদের। অন্যদিকে সুব্রত, এলাকার পুরনো সংগঠক, শক্তিশালী দলীয় কাঠামো ও নিবিড় জনসংযোগকে হাতিয়ার করে লড়াইয়ে সমান তালে টক্কর দিচ্ছেন। ফলে লড়াই এখন কার্যত নখদন্তহীন নয়, বরং হাড্ডাহাড্ডি সংঘর্ষের আকার নিয়েছে।

তবে এই নির্বাচনের আসল সুর লুকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বেকারত্বে জর্জরিত যুব সমাজ, শিক্ষা খাতে দুর্নীতি, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, নকল কাগজপত্রের মাধ্যমে জমি দখলের অভিযোগ, সরকারি ঘর প্রকল্পের নামে অর্থ তোলার

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বরানগরে ভোট পূর্ববর্তী সংঘর্ষ

ভোটের আগে বরানগরে তুলকালাম, ৫ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের। ৫ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের তৃণমূলের তরফে। গতকাল শনিবার গোপাল লাল ঠাকুর রোডে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ বাঁধে। তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোর্ডিং লাগানো ঘিরে সংঘর্ষ হয় বলে জানা গিয়েছে।এদিকে, এই ঘটনার পরই স্থানীয় পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তবে দু পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি তখনও চলছিল। এরপরই এদিন সকালে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির পাঁচজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।সেই এলাকার বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের বচসা হয়। সায়ন্তিকাকে গো-ব্যাক স্লোগানও দেন সজল ঘোষ। পাল্টা স্লোগান দেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। বহিরাগতদের এনে তৃণমূলকর্মীদের ওপর হামলা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন সায়ন্তিকা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলার অভিযোগ এনেছেন সজল ঘোষ। বিজেপির হোর্ডিং খুলে নিজেদের হোর্ডিং লাগিয়েছে তৃণমূল, পাল্টা জানিয়েছেন সজল ঘোষ।

উল্লেখ্য, আগেরবার নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তাঁকেই তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আবার আগেরবার বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়ে এই সায়ন্তিকার বিরুদ্ধে হারলেও ফের সজল ঘোষকেই প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে বিজেপিও। প্রার্থী ঘোষণার পর দু'দলই প্রচারে নেমে পড়েছে। এই আবহে এদিন ঝামেলা বাধে গোপাল লাল ঠাকুর রোডের ওপর সজল ঘোষের এই নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে। বুধবার এই কার্যালয়ে ঢোকার মুখে তাদের একটি অস্থায়ী তোরণ তৈরি করা হয়। তাতে সজল ঘোষের হোর্ডিংও লাগানো হয়। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে তা সরিয়ে, সেখানে সমান মাপের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোর্ডিং লাগিয়ে দেয় তৃণমূল কর্মীরা।

বিজেপির বরানগর মণ্ডলের সম্পাদক রাজীব রায় জানান, "কাঠের তোরণ বিজেপিই তৈরি করেছে। সেখানে সজল ঘোষের ফ্লেক্স লাগানো হয়। ১৮ তারিখ রাতে।আজকে দুপুরে বিজেপির কর্মিসভা ছিল। এলাকা ফাঁকা ছিল। এই সময়ে তৃণমূলের লোকজনের লোক এসে সমান মাপের সায়ন্তিকার ফ্লেক্স লাগিয়ে দেয়।" যদিও পাল্টা বরানগর পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ বর্ধন বলেন, "৮ তারিখ এই স্ট্রাকচারটা লাগিয়েছিলাম আজকে (শনিবার) ফ্লেক্সটা লাগাব বলে। ওরা (বিজেপি) কালকে রাতের অন্ধকারে, ফ্লেক্সটা লাগিয়েছে। স্ট্রাকচার আমরা লাগাব, ওরা (বিজেপি) কি এসে ফ্লেক্স লাগাবে? এই ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করছি। আমাদের ক'জন মহিলাকে আহত করেছে।"

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌদ্দ পর্ব)

সেখানে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। এই সুন্দরবনআঠারো ভাটির দেশ। সুন্দরবনে রাজ করে দানব দেবতা দক্ষিণরায়, তাঁর রাজত্বে পেটের টানে ঢুকে পড়া ভাটির মানুষদের বাঘ হয়ে খেয়ে ফেলে সে। বনবিবি আর তাঁর মুগুরধারী ভাই জঙ্গলি শাহ, সেখানে এসে যুদ্ধে হারায় দক্ষিণরায়কে। চুক্তিও হয়, বাদাবনের যে অংশে মানুষের বাস, তা থাকবে বনবিবির আঁচলের তলায়। আর গভীর দক্ষিণের জল-মাটি দক্ষিণ রায়ের থাবায়। সেই থেকে বাদাবন আর খাঁড়ি-জঙ্গলের মানুষের মা বনবিবি। রুটি-রুজির বড় বালাই, মানুষকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

গোসাবায় রুদ্ধশ্বাস দ্বৈরথ: বিকর্ণ বনাম সুব্রত, ৪ মে-ই রায় দেবে জনতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রবণতা এবং নদী বাঁধ মেরামতের নামে কোটি কোটি টাকার তছরুপ—সব মিলিয়ে ক্ষোভে ফুটছে গোসাবা। এই সব ইস্যুই এখন ভোটের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই জমে থাকা অসন্তোষই শেষ পর্যন্ত ভোটের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

এদিকে প্রাথমিক সমীক্ষায় কিছু মহল বিকর্ণ নস্করকে খানিকটা এগিয়ে রাখলেও, সুব্রতের সাংগঠনিক শক্তি ও তৃণমূলের মাটির ভিতকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে লড়াই এখন কার্যত সমানে সমান, যেখানে শেষ মুহূর্তের জনমতই নির্ধারণ করবে ফলাফল। গোসাবায় ভোটের পরিবেশ বাইরে থেকে উৎসবমুখর মনে হলেও, ভিতরে ভিতরে রয়েছে টানটান উত্তেজনা এবং অজানা আশঙ্কা। সব জল্পনা, সব হিসেবের অবসান ঘটবে আগামী ৪ মে—ফল ঘোষণার দিনেই স্পষ্ট হবে, গোসাবার মানুষ কাকে বেছে নিলেন, আর কার হাতে উঠল ক্রমশঃ ৬। পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

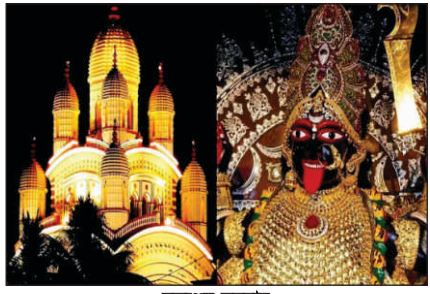

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এখানে শিন পুনরায় বলেছেন যে কালী কোনওমতেই বৈদিক মাতৃকা নন, তিনি অবৈদিক ঐতিহ্য থেকে এসেছেন (৭২)। রক্তপাত ও রক্তবর্ণ যেহেতু কালীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এই আদিবর্ণনায়,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নিজের কেন্দ্র নিয়ে আবেগঘন বার্তা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাড়িবদলের কথা হয়েছিল, কিন্তু মা করতে দেয়নি', রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে প্রথম কর্মিসভায় নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার থেকেই জোরকদমে শুরু করবেন প্রচার। তার আগে নির্বাচনী কর্মীসভায় দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকতেও বলেন মমতা।এদিন ভোটের পর স্ট্রং রুমে বিশেষ নজর দেওয়ারও পরামর্শ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশের নির্বাচনে নন্দীগ্রামের কথা উল্লেখ করে দলীয় কর্মীদের আগেভাগেই সতর্ক করলেন তিনি। মমতার কথায়, "এখন থেকেই সতর্ক থাকুন। ভোট শেষ মানেই বাড়ি চলে যাবেন না। লোডশেডিং করে দিতে পারে। স্ট্রং রুমে নজর রাখতে হবে।"পাশাপাশি আমলা-আধিকারিকদের ঢালাও বদলি নিয়েও সরব হন তিনি।

রবিবার চেতলার কর্মিসভায় তৃণমূলনেত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম-সহ দলের নেতা-মন্ত্রীরা। সেখানেই দলকে সতর্ক করে আক্রমণাত্মক মেজাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আপনাদের সতর্ক করতে চাই। আমাদের হাতে কিছু নেই। তিন দিনে ৫০ জনকে সরিয়ে দিয়েছে।" এর পরেই নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর নিয়ে আবেগঘন বার্তা দেন। তৃণমূলনেত্রী জানান, এক সময় তাঁর বাড়ি বদলের কথা হয়েছিল। তিনি বলেন, "ভবানীপুরের সবাই আমাকে চেনেন, জানেন। বাড়ি বদলের বিষয়ে কথা হলেও ভবানীপুর ছাড়িনি। আমার মা আমাকে এই বাড়ি বদল করতে দেয়নি।"

উল্লেখ্য, সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে অতিরিক্ত প্রথম তালিকা। সন্ধ্যা ছ'টার পর নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে এই তালিকা প্রকাশ করা হবে। কমিশন সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ৬ হাজার নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। আর সেই নামগুলিই প্রথম তালিকায় থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এদিন কর্মিসভা থেকে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নজর রাখার কথাও বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের নাম বাদ পড়বে, তাঁদের আইনি সহায়তা দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

নবরাত্রি চলাকালীন ভক্তির অসীম শক্তি নিয়ে আলোকপাত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নবরাত্রির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছেন এবং মাতৃদেবীর প্রতি ভক্তি থেকে প্রাপ্ত গভীর শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাতৃদেবীর প্রতি ভক্তিতে অপার শক্তি নিহিত রয়েছে; তিনি উল্লেখ করেন যে, দেবী মায়ের আরাধনা ভক্তদের হৃদয়কে ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলে। এই শুভ উপলক্ষে, শ্রী মোদী দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি ভক্তিমূলক স্তোত্রও শেয়ার করেছেন।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

প্রধানমন্ত্রী ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বললেন

নয়া দিল্লি: ২১ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি মহামান্য ডঃ মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই কথোপকথনের উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করা।

প্রধানমন্ত্রী ঈদ ও নওরোজ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ড. মাসুদ পেজেশকিয়ানকে তাঁর উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আলোচনার সময়, উভয় নেতাই আশা প্রকাশ করেন যে, এই উৎসবের মরশুম পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করবে। শ্রী মোদী এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ওপর সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রপথে চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক নৌ-পথগুলি উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর পুনরায় জোর দেন। এছাড়া, ইরানে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইরানের অব্যাহত সমর্থনের জন্য শ্রী মোদী তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন:

"রাষ্ট্রপতি ড. মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথা বললাম এবং তাঁকে ঈদ ও নওরোজের শুভেচ্ছা জানালাম। আমরা আশা প্রকাশ করেছি যে, এই উৎসবের মরসুম পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ওপর হামলার নিন্দা জানালাম; এ ধরনের হামলা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে।

সমুদ্রপথে চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং নৌ-পথগুলো উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর পুনরায় জোর দিয়েছি।

ইরানে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইরানের সমর্থনের প্রশংসা করেছি।"

(৩ পাতার পর)

সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচন ২০২৬: সকল ভোটকেন্দ্রে নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা ও ভোটার সহায়তা প্রদান করা হবে

জানানো হয়েছে যেন ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষমাণ ভোটারদের সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বসার বেঞ্চের ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে ভোট দেওয়ার জন্য নিজেদের পালা আসার অপেক্ষায় থাকাকালীন ভোটাররা বসে বিশ্রাম নিতে পারেন।

৪. ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, সমস্ত ভোটকেন্দ্রে চারটি অভিন্ন ও মানসম্মত 'ভোটার সহায়তা পোস্টার' (ভিএফপি) স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হবে। এই পোস্টারগুলোতে ভোটকেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য, প্রার্থীদের তালিকা, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ, ভোটদানের জন্য অনুমোদিত পরিচয়পত্রগুলোর তালিকা এবং ভোটদানের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।

৫. প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের স্থানেই 'ভোটার সহায়তা বুথ' (VAB) স্থাপন করা হবে। এই বুথগুলোতে 'বুথ স্তরের আধিকারিক' (বিএলও) বা অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল উপস্থিত থাকবে, যাদের কাজ হবে ভোটারদের তাদের নির্দিষ্ট ভোটকক্ষের নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার তালিকায় তাদের ক্রমিক নম্বরটি খুঁজে পেতে সহায়তা করা। এই ভিএবি-গুলোর সামনে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা বা সাইনবোর্ড থাকবে এবং ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর সাথে সাথেই যেন সেগুলো সহজেই দেখতে পান, সেই ব্যবস্থা রাখা হবে।

৬. ভোটারদের সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) যেসব বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার অন্যতম একটি হলো ভোটকেন্দ্রের প্রবেশপথের বাইরে মোবাইল ফোন জমা রাখার সুব্যবস্থা করা। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে ভোটাররা তাদের মোবাইল ফোনটি (অবশ্যই বন্ধ অবস্থায়) একজন নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জমা দিতে পারবেন এবং ভোটদান সম্পন্ন করার পর সেটি পুনরায় সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

৭. কমিশন পুনরায় জোর দিয়ে জানাচ্ছে যে, 'মৌলিক ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা' (এএমএফ) এবং আনুষঙ্গিক প্রবেশগম্যতা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলোর সংস্থান করা বাধ্যতামূলক; এবং সমস্ত ভোটকেন্দ্রে এই নির্দেশিকাগুলো কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে কি না, তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। সকল ভোটারের জন্য একটি নির্বিঘ্ন ও আনন্দদায়ক ভোটদানের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, মাঠপর্যায়ের সকল আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অনেক আগেই প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়।

সিনেমার খবর

জীবন সব সময় সহজ পথে এগোয় না : প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের সাফল্যের শিখরে তখন অবস্থান তার। একের পর এক সুপারহিট সিনেমা এবং বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা—সবকিছুর মাঝেই হঠাৎ করেই যেন মুম্বাইয়ের মায়ানগরী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। দীর্ঘদিন পর সেই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী নিজেই।

সম্প্রতি 'নট স্কিনি বাট নট ফ্যাট' নামের একটি পডকাস্টে অংশ নিয়ে তিনি জানান, কেন শেষ পর্যন্ত তাকে বলিউড ছাড়তে হয়েছিল।

বলিউডের ভেতরের নোংরা রাজনীতি এবং নিজেকে কোণঠাসা করে ফেলার ইঙ্গিত দিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমি আসলে এমন একজন মানুষ যে পচা আবর্জনার মধ্যে বেশিক্ষণ থাকতে পছন্দ করি না। কারণ বেশিদিন সেখানে থাকলে আপনি সেই গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। আমি দীর্ঘক্ষণ কোনো নোংরামির মধ্যে থাকতে চাইনি।'

তিনি আরও বলেন, 'জীবন সব সময় সহজ পথে চলে না। আমাদের সবার জীবনেই কিছু লড়াই থাকে। যখন সময় কঠিন হয়ে পড়ে, তখন আমাদের উচিত নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নতুন পথে চলা। আমি আমার ক্যারিয়ারে অনেকবার এমনটা করেছি। এক মুহূর্তের জন্য কষ্ট পাওয়া বা শোক করা ঠিক আছে কিন্তু তারপরই সব ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াতে হয়।'

হলিউডে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্তটিও প্রিয়াঙ্কার জন্য সহজ ছিল না। কারণ সে সময় বিশ্বমঞ্চে ভারতীয়দের উপস্থিতি ছিল খুবই সীমিত। প্রিয়াঙ্কা জানান, তখন আমেরিকার পপ সংস্কৃতিতে মিন্ডি কেলিং কিংবা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ছাড়া আর কোনো ভারতীয় মুখ তেমন দেখা যেত না। এই অভাববোধ এবং নিজেকে নতুনভাবে চ্যালেঞ্জ করার তাগিদই তাকে অজানার পথে এগিয়ে যেতে সাহস জুগিয়েছিল।

নিজের আত্মবিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'হলিউডে যাওয়ার সময় আমার সামনে কোনো নিশ্চিত পথ বা উদাহরণ ছিল না। আমি শুধু জানতাম আমি কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজের কাজটা জানি। যে কোনো পরিচালক বা সহ-অভিনেতার সামনে আমি সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারি এই আত্মবিশ্বাস আমার ছিল। তাই কোনো কিছু না ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'বাবার নয়, নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত শহিদ কাপুর'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নেপোটিজম বা বংশপরম্পরা নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। তবে এরই মধ্যে এক ভিন্নধর্মী পারিবারিক দর্শনের কথা প্রকাশ্যে আনলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা পঙ্কজ কাপুর। সম্প্রতি 'টাইমস নাউ'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তার তিন সন্তান—শহিদ কাপুর, সানা কাপুর এবং রুহান কাপুর কেউই ক্যারিয়ার গড়তে বাবার নাম ব্যবহার করেননি। বরং কঠোর পরিশ্রম আর অডিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ রেখেই তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন।

পঙ্কজ কাপুর অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানান, তার সন্তানরা কোথাও অডিশন দিতে গেলে নিজেদের পারিবারিক পরিচয় প্রকাশ করেন না। তিনি বলেন, 'আমি তাদের কেবল আমার জিন দিয়েছি, কিন্তু তাদের সংগ্রাম আর সাফল্যের পথটা তাদের নিজেদেরই পাড়ি দিতে হয়েছে। তারা যখন নিজের যোগ্যতায় নির্বাচিত হয়, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। তারা জানে এই অর্জন বাবার বা বড় ভাইয়ের (শহিদ কাপুর) নামের কারণে হয়নি।'

শহিদ কাপুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে পঙ্কজ কাপুর জানান, শহিদ সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। যদিও শহিদ কাপুর এবং নীলিমা আজিমের সন্তান হিসেবে তাকে অনেকেই সুবিধাপ্রাপ্ত মনে করেন, কিন্তু শহিদ নিজেই অতীতে এক সাক্ষাৎকারে এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করেছেন।

শহীদ বলেছিলেন, 'মানুষ মনে করে আমার বাবা অভিনেতা বলে আমি সব সহজে পেয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা হল, আমি বড় হয়েছি আমার মায়ের সঙ্গে। আমার সংগ্রামটা ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত।'

পঙ্কজ কাপুরের এই শিক্ষাই শহিদকে বলিউডের অন্যতম নির্ভরযোগ্য তারকা হিসেবে গড়ে তুলেছে। সম্প্রতি শহিদ কাপুরকে বিশাল ভরদ্বাজের নির্মাণে 'ও রোমিও' সিনেমায় দেখা গেছে, যা গত ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছে।

অন্যদিকে পঙ্কজ কাপুর নিজেও অভিনয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। গত ৬ মার্চ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জি-ফাইভ-এ মুক্তি পেয়েছে তার নতুন সিনেমা 'জব খুলি কিতাব', যেখানে তিনি ডিম্পল কাপাডিয়ার বিপরীতে অভিনয় করেছেন।

দোল নিয়ে দীপিকা পাড়ুকোনের আক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতি বছর দোল উৎসবকে ঘিরে নানা রকম পরিকল্পনা করেন দীপিকা পাড়ুকোন। অভিনয়জীবনের ব্যস্ত সিডিউল সব এলোমেলো করে দেয়। যে কারণে ২০১৮ সাল থেকে দোলের দিনটি কখনও আনন্দময় হয়ে ওঠেনি এই বলিউড তারকার। এ নিয়ে আক্ষেপ করতেও দেখা গেছে দীপিকাকে।

আনন্দবাজারসহ ভারতের একাধিক সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, ২০১৮ সালে ইতালিতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। দাম্পত্যজীবনের প্রায় আট বছর পার করে ফেললেন তাঁরা। বর্তমানে কাজের পাশাপাশি মেয়ে দুয়াকে ঘিরেই জীবন কাটছে দুই তারকার। তবে বিয়ের এত বছর পরও একটা আক্ষেপ যেন রয়েই গিয়েছে অভিনেত্রীর।

রণবীরের সঙ্গে প্রথম বছরের দোলটা উদযাপন করতে পারেননি দীপিকা। কারণ, দোলের দিনই মুম্বাই ছেড়ে দিল্লি চলে যেতে হয় তাঁকে। ওই দিনই শুরু হয়েছিল 'ছপাক' সিনেমার শুটিং। তাই বিয়ের পরের প্রথম দোল একসঙ্গে উদযাপন করা হয়নি তাদের।

রণবীরের সঙ্গে রঙের উৎসবে থাকতে না পারার আক্ষেপ থাকলেও দীপিকা সেই সময়ে বলেছিলেন, 'দোলের দিনই ঘর ছেড়েছি কারণ, এই সিনেমাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার জন্য। এর গল্প বলা প্রয়োজন ছিল। তাই আগেই চলে গিয়েছিলাম দিল্লিতে, কারণ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।'

তবে এবার কাজের চাপ কম। তাই মেয়েকে নিয়ে দোল উৎসবে মেতে উঠতে চান দীপিকা, ভুলতে চান সব আক্ষেপ।

মেসি-ইয়ামালদের ফিনালিসিমা ঘিরে নতুন উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে অনিশ্চয়তায় পড়া বহুল প্রতীক্ষিত ফিনালিসিমা ম্যাচ ঘিরে নতুন খবর সামনে এসেছে। কাতারে আয়োজন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মধ্যকার এই মহারণ এখন অনুষ্ঠিত হতে পারে স্পেনের ঐতিহ্যবাহী সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়ামে। ইউরোপের বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছে, আগামী ২৭ মার্চ এই ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

প্রথমে ঠিক ছিল কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে হবে এই ম্যাচ। বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতিবিজড়িত সেই মাঠে আবারও ট্রফির লড়াই দেখতে মুখিয়ে ছিলেন সমর্থকেরা। তবে চলমান সংঘাত পরিস্থিতির কারণে সেখানে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে তৈরি হয় নিরাপত্তা শঙ্কা। শেষ পর্যন্ত ভেন্যু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ফিনালিসিমা মূলত ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন ও দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নের লড়াই। সর্বশেষ কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা, আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট উঠেছে স্পেনের মাথায়। সেই কারণেই দুই মহাদেশের সেরা দলকে নিয়ে এই ম্যাচ ঘিরে বিশ্বজুড়ে থাকে আলাদা আগ্রহ।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যু স্টেডিয়াম লিওনেল মেসির জন্যও বিশেষ এক মাঠ। ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনার হয়ে খেলতে গিয়ে এই মাঠেই বহুবার রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। তাই আবারও সেই মাঠে নামার সুযোগ পেলে ম্যাচটি আরও স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারে।

এই ম্যাচের আরেকটি বড় আকর্ষণ হতে পারে দুই প্রজন্মের দুই তারকার মুখোমুখি হওয়া। একদিকে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি, অন্যদিকে স্পেনের তরুণ সেনসেশন লামিন ইয়ামাল। প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সিতে তাদের লড়াই দেখার সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত ফুটবলপ্রেমীরা।

এর আগে, ২০২২ সালে ফিনালিসিমার শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এবার স্পেন চাইবে প্রথমবার এই ট্রফি জিততে। সব কিছু ঠিক থাকলে মার্চের শেষ সপ্তাহেই মাদ্রিদে হতে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম আকর্ষণীয় এক লড়াই।

রোনালদোর হাতে পৌঁছালো পানামার শিল্পীর কারুকার্যপূর্ণ বুট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পানামের শিল্পী ওয়ালদো অরলান্দো এবার তার অনন্য শিল্পকর্মের ছোঁয়া পৌঁছে দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাছে। দীর্ঘ সময় ধরে ফুটবল বুটকে ক্যানভাসে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করা এই শিল্পী, আগে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ, সার্জিও বুসকেটস ও জর্দি আলবার বুটে তার কারুকার্য দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলেন।

রোনালদো তার আল নাসরের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিলেন আল ফাইহার বিপক্ষে, যেখানে ৩-১ গোলে জয় পেলেও তিনি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তবে ম্যাচ শেষে পানামের গোলকিপার অরলান্দো মোসকুয়েরা রোনালদোর হাতে একটি বিশেষ উপহার তুলে দেন।

উপহারটি ছিল রোনালদোর পুরো ক্যারিয়ারের প্রতিফলন ফুটিয়ে তোলা এক জোড়া বুট, যা তৈরি করেছেন ওয়ালদো অরলান্দো। রোনালদো উপহারটি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং বুটের সঙ্গে ছবি তোলেন।

উপহার বিনিময়ের জবাবে রোনালদো শিল্পীকে পাঠান পর্তুগাল জাতীয় দলের অটোগ্রাফ করা জার্সি, যা ওয়ালদো 'বিচো' রোনালদোর ডাকনামসহ আশা করেছিলেন ফেরত পাবেন। এবং ঠিক সেইভাবেই তা ফিরে আসে।

নিজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে ওয়ালদো রোনালদো এবং গোলকিপার মক্কেরাকে ধন্যবাদ জানান এই বিশেষ বিনিময় সম্ভব করার জন্য।

ওয়ালদো ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, 'শিল্পের মাধ্যমে আমি ফুটবল বুট তৈরি করি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মেসি পানামায় এসেছিলেন, তখন তার বুট পেইন্ট করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এবার রোনালদোকে এমনই একটি বিশেষ উপহার দিতে পেরে আনন্দিত।'

অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলাতে লম্বা সময় মাঠের বাইরে রদ্রিগো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফরোয়ার্ড রদ্রিগোর হাঁটুতে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। ধাক্কা সামাল দিতে এক বছর মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তার।

স্প্যানিশ ক্রীড়া পত্রিকা এএস জানায়, রদ্রিগোর ডান পায়ের সামনের অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এবং বাইরের মেনিস্কাসে অস্ত্রোপচার করেছেন ডা. লেইস।

আট দিন আগে গেতাফের বিপক্ষে ম্যাচের ৬৬তম মিনিটে বাম উইংয়ে বল পান রদ্রিগো। তিনি গতি বাড়ানোর মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করেন স্প্যানিশ উইঙ্গার আদ্রিয়ান লিসো। তীব্র ব্যথার অভিব্যক্তি যায় রদ্রিগোর মুখে।

বাম পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে থাকেন তিনি, পরে মাটিতে শুয়ে পড়েন। পরে উঠে দাঁড়িয়ে খেলা চালিয়ে যান। আরও ৩০ মিনিটের বেশি সময় মাঠে ছিলেন তিনি। এটা পরিষ্কার নয় যে, ওই সময়ে খেলার সময় তার ছোট চোট গুরুতর রূপ নিয়েছে কিনা। তবে এতে ভেঙে গেছে তার ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন।

স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অস্ত্রোপচারের পর শতভাগ ফিটনেস পেতে ১ বছরের মতো সময় লাগতে পারে রদ্রিগোর। তবে দ্রুত সেরে উঠলে ১০ মাস পরও মাঠে ফিরতে পারেন তিনি। আর এর দিন গোণা শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR